

আলেমগণের মধ্যে মতভেদ কারণ এবং আমাদের অবস্থান

বিভাগ/অধ্যায়ঃ মতভেদের কারণসমূহ

রচয়িতা/সকলকঃ শাইখ মুহাম্মদ ইবন সালেহ আল-উসাইমীন রহ.

কারণ ২: হাদীছ তাঁর কাছে পৌঁছেছে, কিন্তু তিনি সেটার বর্ণনাকারীর উপর আস্থা স্থাপন করতে পারেন নি। বরং ঐ হাদীছকে তিনি সেটার চেয়ে শক্তিশালী হাদীছের বিরোধী মনে করেছেন। ফলে তার দৃষ্টিতে যেটা শক্তিশালী মনে হয়েছে, তিনি সেটাকেই গ্রহণ করেছেন।

এখন আমরা স্বয়ং ছাহাবীগণের মধ্যে ঘটে যাওয়া এমন একটা ঘটনা দিয়ে উদাহরণ পেশ করবঃ

ফাতিমা বিনতে কায়স রায়িয়াল্লাহু আনহা-কে তাঁর স্বামী তিনি তালাকের সর্বশেষ তালাক দিয়ে দেন। অতঃপর তিনি তাঁর [ফাতিমার] নিকট তাঁর [ফাতিমার স্বামীর] প্রতিনিধির মাধ্যমে কিছু যব ইন্দতকালীন সময়ে তাঁর খোরপোষ হিসাবে পাঠান। কিন্তু ফাতিমা বিনতে কায়স রায়িয়াল্লাহু আনহা এতে ক্রোধাপ্তি হন এবং তা নিতে অস্বীকার করেন। অতঃপর এক পর্যায়ে তাঁরা বিষয়টা নিয়ে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর কাছে যান এবং রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম উক্ত মহিলাকে এ মর্মে খবর দেন যে, ‘তাঁর জন্য ভরণপোষণের কোন খরচ নেই এবং নেই কোন আবাসন ব্যবস্থা’।[1] কেননা তিনি [ফাতিমার স্বামী] তাঁর স্ত্রীকে ‘বায়েন তালাক’[2] দিয়ে দিয়েছেন। আর বায়েন তালাকপ্রাপ্তার ভরণপোষণ ও আবাসনের দায়িত্ব তার স্বামীর উপর থাকে না। তবে যদি ঐ মহিলা গর্ভবতী হয়, [তাহলে খোরপোষ ও আবাসন দুটোই দিতে হবে]।

এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন, ‘তারা গর্ভবতী থাকলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাদের জন্য ব্যয় করবে’।[3] ওমর রায়িয়াল্লাহু আনহু-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও জ্ঞানের কথা বলার অবকাশ নেই। অথচ তাঁর মত মানুষের এই সুন্নাতটা অজানা ছিল। সেজন্য ঐ মহিলার খোরপোষ ও আবাসনের পক্ষে মত দিয়েছিলেন এবং ফাতিমা রায়িয়াল্লাহু আনহা ভুলে গেছেন-এই সন্তানার উপর ভিত্তি করে তাঁর হাদীছ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এমনকি তিনি বলেছিলেন, ‘একজন মহিলার কথার উপর ভিত্তি করে আমরা কি আমাদের প্রতিপালকের কথা পরিত্যাগ করব- অথচ আমরা জানি না যে, তার মনে আছে নাকি ভুলে গেছে?’ আর একথার অর্থ এই যে, আমীরুল্ল মুমিনীন ওমর রায়িয়াল্লাহু আনহু এই দলীলের প্রতি আস্থাশীল হতে পারেন নি। এমন ঘটনা যেমন ওমর রায়িয়াল্লাহু আনহু, অন্যান্য ছাহাবীর্গ রায়িয়াল্লাহু আনহুম এবং তাবেঙ্গন রহেমাহুল্লাহু-এর ক্ষেত্রে ঘটেছে, তেমনিভাবে তাবে ‘তাবেঙ্গন রায়িয়াল্লাহু আনহুম-এর ক্ষেত্রেও ঘটেছে। এমনিভাবে আমাদের যুগেও অনুরূপ ঘটেছে; বরং কিয়ামত পর্যন্ত মানুষ কোন কোন দলীলের বিশুদ্ধতার উপর এভাবে অনাস্থাশীল হতে থাকবে। বিদ্বানগণের কত অভিমতের পক্ষেই তো আমরা হাদীছ দেখতে পাই। কিন্তু কেউ কেউ সেই হাদীছকে ছহীহ জেনে ঐ অভিমত গ্রহণ করেন। আবার কেউ কেউ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম থেকে ঐ হাদীছের বর্ণনার প্রতি আস্থাশীল না হয়ে উহাকে দুর্বল মনে করতঃ ঐ অভিমত গ্রহণ করেন না।

ফুটনোট

[1] . মুসলিম, ‘তালাক’ অধ্যায়, হা/১৪৮০।

[2] ‘তালাক বায়েন’ দুই প্রকারঃ ১- ‘ছোট বায়েন তালাক’ যে তালাকের পরে স্বামী তার স্ত্রীকে তার স্ত্রীর সম্মতিতে নতুন বিয়ে ও মোহরের মাধ্যমে আবার ফেরৎ নিতে পারে এবং অন্য কোথাও বিয়ে হয়ে তালাকপ্রাপ্ত হওয়ার শর্ত না থাকে, তাকে ‘ছোট বায়েন তালাক’ ট্র্যাক বলে। যেমনঃ এক বা দুই তালাক দেওয়ার পর স্ত্রী ইদ্দত থেকে বের হয়ে গেলে। ২- ‘বড় বায়েন তালাক’ ট্র্যাক বলে। যে তালাকের পরে স্বামী তার স্ত্রীর সম্মতি এবং নতুন বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে তাকে স্ত্রীকে ফেরৎ নিতে পারে না; বরং স্ত্রীর অন্য জায়গায় স্বাভাবিক বিয়ে হিল্লা বিয়ে নয় এবং উভয়ের সহবাস হতে হয়। অতঃপর বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটতে হয় এবং স্ত্রীকে ইদ্দত পালন করতে হয়, তাকে ‘বড় বায়েন তালাক’ ট্র্যাক বলে।—অনুবাদক কর্তৃ

[3]. সূরা আত-তালাক ৬।

Source — <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=11192>

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন